ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.org.bd

নম্বর-৪৭.৬৫.০০০০.০৬৪.১৬.০৪৯.১২- ২৭৮৬

তারিখঃ ১০।০৫।১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৫।০৮।২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপকঃ সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ মোঃ কেরামত আলী
উপ সচিব
প্রতিষ্ঠান শাখা-১

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

সূত্রঃ পউসবি এর স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০..০৩৩.১৬.০৯০.২০.-২৬৫, তারিখ: ০৫।০৮।২০২১ খ্রি.

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)'-এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন নিকস ফন্টে প্রণয়নপূর্বক আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সফটকপিসহ এসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বস্ত,

২৫।৮।২১

(মো: জাকির হোসেন আকন্দ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ০২-৮১৮০১৫০
মোবাইল নং- ০১৯৮৭৭০৩০০০
e-mail: md.sfdf@yahoo.com

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

SFDF

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.org.bd

১। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)'' শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

- বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)''শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

- **মূলত এ প্রকল্পটির মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানু+ষকে সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সূচনা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ,বাংলাদেশে তথা বিশ্বে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হচ্ছেন বাংলাদেশের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।**

- ১৯৭৫ সাল থেকে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তী সরকারসমূহের উদাসীনতায় সরকারি খাত থেকে বিনিয়োগের জন্য তহবিল না পাওয়ায় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্পটি কয়েক পর্যায়ে বিভিন্ন নামে ২০০5 পর্যন্ত ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে। পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনার প্রথম সরকারের শেষ দিকে প্রকল্পটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ২৮ বছর প্রকল্প ও কর্মসূচি আকারে চলার পর ২৭ জুলাই ২০০5-তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' সৃষ্টি হয়।

- এ ফাউন্ডেশন জামানতবিহীন ঋণ কর্মসূচির সূচনাকারী যুগান্তকারী প্রকল্পেরই গর্বিত উত্তরসূরী।

১.১ ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

১.২ ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে এসব পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

১.৩ ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।
৪. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৬. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৭. ই-গর্ভান্যান্স /উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৮. অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৯. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
১০. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;

২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ; এবং

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

৬। করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্প খাতে কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহযোগিতা প্রদান।

২.০ প্রতিবেদনাধীন ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

২.০১ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে থোক আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় । ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলা থেকে ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়ে সম্প্রসারণ করা হয়। সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ০৭।০৪।২০২১ তারিখে ৫০.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যার বিপরীতে জুন,২১ পর্যন্ত ২০.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ বিতরণ চলমান রয়েছে। প্রাপ্য অবশিষ্ট ৫০.০০ কোটি টাকা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অবমুক্ত হবে এবং সে অনুযায়ী বিতরণ করা হবে। কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিল সহ বর্তমানে মোট ১৯২.১৮ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এবং সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি ১২.০২ কোটি সহ সর্বমোট ২০৪.২০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.০২ একনজরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

বিবরণ		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২১ পর্যন্ত
১। ঋণ কার্যক্রম শুরু	:	-	২০০৭ সালে
২। কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা	:	-	৩৬টি
৩। উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা	:	-	১৭৩টি
৪। ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠন	:	৩১৬ টি	৭১২০ টি
৫। ক্রমপুঞ্জিত সদস্যভুক্তি	:	১১৮০০ জন	২,১৮,৪১৭ জন
৬। বিদ্যমান সদস্য	:	৯,৪৪০ জন	১,১৫,৮৯৭ জন
৭। সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা	:	১৩.৭৭ কোটি টাকা	১০৩.৯৭ কোটি টাকা
৮। সুফলভোগীদের সঞ্চয় স্থিতি	:	১১.০২ কোটি টাকা	২৮.৫৩ কোটি টাকা
৯। রাজস্ব খাতের আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি (২০০৬ সালে ৫ কোটি, ২০০৯ সালে ৫ কোটি এবং ২০১৭ সালে ৪কোটি)	:	-	১৪ কোটি টাকা
১০। ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১২৮.১৮ কোটি টাকা
১১। রাজস্ব খাত ও ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প হতে মোট তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১৪২.১৮ কোটি টাকা
১২। সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি	:	-	১২.০২ কোটি টাকা
১৩। কোভিড-১৯ তহবিল প্রাপ্তি (১০০কোটি)		৫০.০০ কোটি টাকা	৫০.০০ কোটি টাকা
১৪। সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল	:	-	২০৪.২০ কোটি টাকা
১৫। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (সার্ভিসচার্জসহ)	:	২০১.৩২ কোটি টাকা	১৩২৬.৬৩ কোটি টাকা
১৬। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)	:	১৭৯.৭৯ কোটি টাকা	১১৩৯.৯৫ কোটি টাকা
১৭। ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিসচার্জ আদায়	:	১৮.৩৩ কোটি টাকা	১০৯.১৭ কোটি টাকা
২০। খেলাপি পরিমাণ	:	-	৩৫.৭৬ কোটি টাকা
২২। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার	:	-	৯৭%
২১। অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন	:	-	প্রধান কার্যালয়সহ ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়
১৮। মাঠে বিনিয়োগ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	:	-	১৮৬.৬৮ কোটি টাকা

২০২০-২১ অর্থ বছরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক ফাউন্ডেশনের অনলাইন কার্যক্রম পর্যাবেক্ষণ ও কোভিড-১৯ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ উদ্বোধন

৩.০০ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ভিত্তিক অগ্রগতির বিবরণঃ

৩.০১ কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০২০–২০২১ অর্থ বছরে ৩১৬ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১১,৮০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন'২১ পর্যন্ত ৭১২০ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,১৮,৪১৭ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

৩.০২ ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০২০–২০২১ অর্থ বছরে ২০১.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৭৯.৭৯ কোটি টাকা আদায় করা হয়। জুন'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৩২৬.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ১১৩৯.৯৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭ ভাগ।

৩.০৩ সুফলভোগীদের সঞ্চয়

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২০–২০২১ অর্থ বছরে ১৩.৭৭ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২১ পর্যন্ত ১০৩.৯৭ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় স্থিতি দাড়িয়েছে ২৮.৫৩ কোটি টাকা।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

৩.০৪ প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২০–২০২১ অর্থ বছরে ৬০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ১০,৬৫০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ

৩.০৫ নারীর ক্ষমতায়ন

নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে হলে নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা নারী অধিক ক্ষমতায়ন আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ২,১৮,৪১৭ জন সদস্যদের মধ্যে ২,০৫,৩১১ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ১৮৯.২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে **১২.৯৪**কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ৯৭.৭৩ কোটি টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি সমিতি/ কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৩৫,৫৮৫ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্দ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আত্ন-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। এ ধারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

৩.০৬ ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে বায়োমেট্রিক মেশিন ব্যবস্থা চালুঃ

একই ব্যক্তির একাধিক ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত অনিয়ম রোধকল্পে সদস্যদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অটোমেশন সফট্ওয়ারের সাথে সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে। ঋণ বিতরণের সময় বায়োমেট্রিক মেশিনের মাধ্যমে সদস্যদের আঙ্গুলের ছাপ অটোমেশন সফট্ওয়ারে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে একজন সদস্য অন্য নামে বা নিজ নামে নিজ উপজেলা বা ফাউন্ডেশনের আওতাধীন অন্য কোন উপজেলায় ঋণ গ্রহণ করতে গেলে অটোমেশন সফট্ওয়্যার নোটিফিকেশন দিবে। ফলে একসাথে বা ভিন্ননামে একাধিক ঋণ গ্রহণ সম্ভব হবে না। পাশাপাশি এনআইডিতে প্রদত্ত আঙ্গুলের ছাপ ও স্বাক্ষরের সাথে তা চেক করার ব্যবস্থাও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

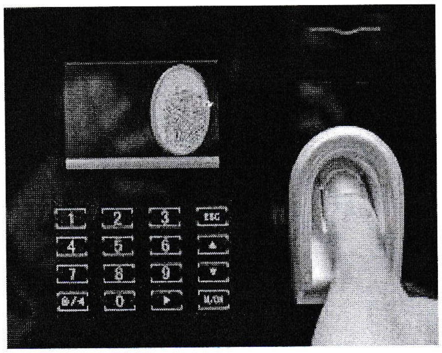

চিত্রে বায়োমেট্রিক মেশিনের মাধ্যমে সদস্যদের আঙ্গুলের ছাপ অটোমেশন সফট্‌ওয়্যারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

৩.০৭ ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে SMS সার্ভিস চালুঃ

ফাউন্ডেশনের অটোমেশনে সুফলভোগীদের সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ অন্যান্য যাবতীয় ডাটাবেজের সাথে সদস্যদের মোবাইল নম্বর সংযোজিত হয়। সদস্যদের দৈনিক সঞ্চয় ও ঋণের সকল ধরনের লেনদেনের এসএমএস সদস্যদের মোবাইল নম্বরে অটো প্রেরণ করা হয়। ফলে সদস্যগণ দিনের মধ্যেই তাদের সঞ্চয় ও ঋণের সকল তথ্যাদি এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত হতে পারছেন।

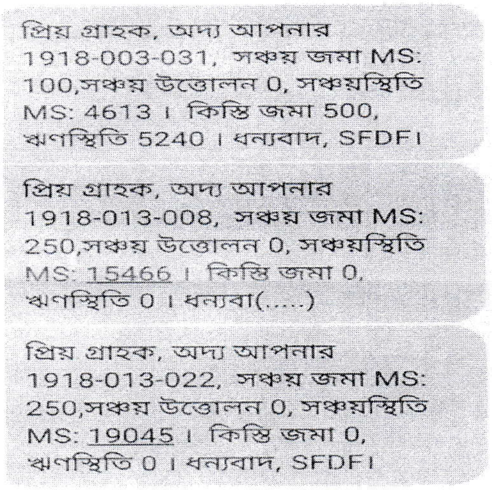

চিত্রে সদস্যদের দৈনিক সঞ্চয় ও ঋণের সকল ধরনের লেনদেনের এসএমএস সদস্যদের মোবাইল নম্বরে অটো প্রেরণ ব্যবস্থা।

৩.০৮ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গ্রামীন অর্থনীতি সুসংহত রাখার জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপঃ

সরকারের কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য এসএফডিএফ-এর অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে স্বল্প হারে ৪% সার্ভিস চার্জে ঋণ সহায়তা প্রদান করার সংস্কার রাখা হয়েছে। এ ঋণ প্রদানের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে উত্তরণে "করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা" শীর্ষক ১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে যা বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।

৪.০০ **২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী তথা মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ**

ক) **কমিটি গঠনঃ**

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে একটি এবং ফাউন্ডেশন আওতাভূক্ত ৩৬ জেলার ১৭৩টি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খ) **সদস্য সমাবেশ/ র‍্যালি ও সেরা সদস্যদের পুরস্কার প্রদানঃ**

ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলা কার্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রের সুফলভোগী সদস্যদের নিয়ে সদস্য সমাবেশ করা হয় এবং উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির সেরা সুফলভোগী সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে সেরা ৩ জন সদস্য নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নবণিত মাপকাঠির মাধ্যমে সেরা সুফলভোগী সদস্য নির্বাচন করা হয়-

- ফাউন্ডেশনের সুফলভোগী সদস্য হিসাবে কমপক্ষে ৩ বছরে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
- কেন্দ্র সভায় ৮০% উপস্থিতি
- কেন্দ্র সভায় নিয়মিত সঞ্চয় জমাসহ সর্বোচ্চ সঞ্চয় জমাকারী সদস্য
- ঋণের সকল কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ ও সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়া
- গৃহিত ঋণ যথাযথ খাতে ব্যবহার করে সফল হওয়া সদস্য

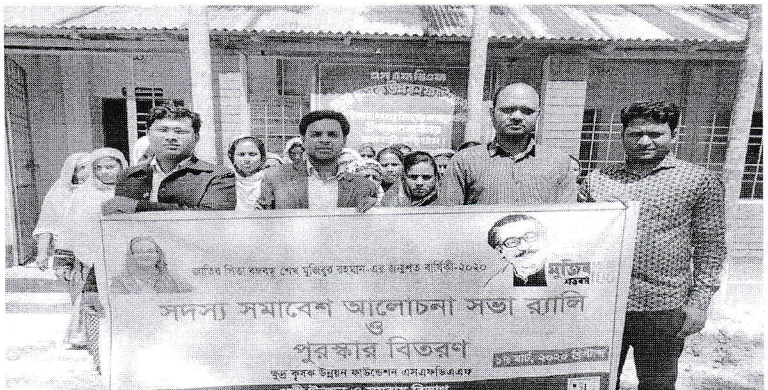

উপজেলা পর্যায়ের সদস্য সমাবেশ

গ) **বঙ্গাবন্ধুর উপর প্রবন্ধ রচনাঃ**

ফাউন্ডেশনে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে দারিদ্র বিমোচন/পল্লী উন্নয়নে বঙ্গাবন্ধুর অবদানের উপর প্রবন্ধ রচনা আহবান করা হয়। সংগৃহিত প্রবন্ধ থেকে সেরা প্রবন্ধ বাছাই করে অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

ঘ) **জাতীয় শোক দিবস পালন ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালনঃ**

১৫ আগষ্ট'২০২০ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক/উপজেলা কার্যালয়সমূহের সকল কর্মচারী জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর নিমিত্তে সকল উপজেলা কার্যালয় কেন্দ্রওয়ারী ৮-১০টি ফলজ, বনজ ও ঔষদি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

ঙ) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীজনের মাঝে বঙ্গাবন্ধুর জীবন ও তাদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ফোল্ডিং,প্রচারপত্র ও পোষ্টার প্রকাশ করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায় সকল উপজেলা কার্যালয়ে সুফলভোগীদের মাঝে বিরতণ করা হয়েছে।

চ) সুফলভোগী নিয়ে বঙ্গাবন্ধুর "জীবন ও কর্ম" সম্পর্কে আলোচনা সভাঃ

১৬ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ফাউন্ডেশনের সকল উপজেলার কার্যালয়ে সেরা সুফলভোগী নিয়ে বঙ্গাবন্ধুর "জীবন ও কর্ম " সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ছ) **দারিদ্র্য বিমোচন/পল্লী উন্নয়নে ও বঙ্গাবন্ধুর অবদান বিষয়ে কেন্দ্র পর্যায়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলোচনাঃ**

জানুয়ারি ২০২১ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত কেন্দ্রভিত্তিক উঠান বৈঠকে দারিদ্র বিমোচন/পল্লী উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান সম্পর্কে, ক্ষুদ্র ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ, পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় বঙ্গাবন্ধুর উপর আলোচনা করা হয়। উপজেলা ব্যবস্থাপক তাঁর মাঠ কর্মসূচি অনুযায়ী কেন্দ্র অবস্থান পূর্বক কার্য সম্পাদন করেছেন। সুফলভোগী সদস্যদের মধ্য হতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

জ) **স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনঃ**

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঝ) আলোচনা সভাঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ২০২১ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের সকল উপজেলা কার্যালয়ে কেন্দ্রভিত্তিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে জাতির পিতার অবদান সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

(মোঃ গোলাম ছারওয়ার)
মহাব্যবস্থাপক